রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৬, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-১২/২০২৩

Essential Services (Maintenance) Act, 1952 এবং Essential Services (Second) Ordinance, 1958 রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া কতিপয় চাকরি বা শ্রেণির চাকরি বা সেবাকে অত্যাবশ্যক (essential) পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা, এতৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু Essential Services (Maintenance) Act, 1952 (Act No. LIII of 1952) এবং Essential Services (Second) Ordinance, 1958 (East Pakistan Ordinance No. XLI of 1958) রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া কতিপয় চাকরি বা শ্রেণির চাকরি বা সেবাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা, এতৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অত্যাবশ্যক পরিষেবা আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন, ধারা ২ এর দফা (১) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক পরিষেবা এবং ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "অত্যাবশ্যক পরিষেবা" অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সেবা বা পরিষেবাকে বুঝাইবে, যথা:—

(ক) ডাক ও টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ই-কমার্স এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল সেবা;

(খ) ডিজিটাল আর্থিক সেবা;

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও বিক্রয় এবং এতৎসংক্রান্ত স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্য;

(ঘ) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ সেবা;

(ঙ) বিমান ও বিমানবন্দর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত পরিষেবাসহ বাংলাদেশ বেসামরিক ও বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধিভুক্ত অন্য যে কোনো পরিষেবা;

(চ) স্থলবন্দর, নদীবন্দর, সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দরে পণ্য বোঝাই-খালাস, স্থানান্তরসহ সংশ্লিষ্ট বন্দর বা বন্দর সম্পর্কিত পরিষেবা;

(ছ) কোনো পণ্য বা যাত্রীকে ছাড়পত্র প্রদান সম্পর্কিত পরিষেবা;

(জ) চোরাচালান প্রতিরোধ সম্পর্কিত পরিষেবা;

(ঝ) সশস্ত্র বাহিনীর আওতাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত পরিষেবা এবং দেশের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(ঞ) দেশের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য বা মালামাল উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(ট) খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, বিক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিযুক্ত সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(ঠ) সরকারি মালিকানাধীন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহ বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোনো পরিষেবা;

(ড) হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান এবং ডিসপেনসারি সম্পর্কিত কোনো পরিষেবা;

(ঢ) ঔষধ উৎপাদন, সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয়সহ তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কারখানার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(ণ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত পরিষেবা;

(ত) কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও সার উৎপাদন, পরিবহণ, সরবরাহ বা বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(থ) কোনো তেলক্ষেত্র, তেল শোধনাগার, তেল সংরক্ষণাগার এবং পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ উৎপাদন, পরিবহণ, সরবরাহ ও বিতরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত সম্পর্কিত কোনো পরিষেবা; এবং

(দ) টাকশাল ও নিরাপত্তামূলক মুদ্রণ কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো পরিষেবা;

(২) "কার্যবিধিমালা" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন জারীকৃত Rules of Business, 1996;

(৩) "চাকরি" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বেতনসহ বা অবৈতনিক বা দৈনিক ভিত্তিতে বা ধার্যকৃত ফি বা সম্মানিভুক্ত কোনো চাকরি;

(৪) "ধর্মঘট" অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত একদল কর্মী কর্তৃক একত্রে কর্ম বন্ধকরণ বা কর্ম চলমান রাখিতে অস্বীকৃতি বা উহাতে নিয়োজিত কোনো কর্মী সমষ্টি কর্তৃক ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ গ্রহণ করিতে বা কাজ চালাইয়া যাইতে অস্বীকৃতি;

(৫) "লকআউট" অর্থ কোনো মালিক কর্তৃক কোনো কর্মস্থল বা উহার কোনো অংশ বন্ধ করিয়া দেওয়া বা উহাতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাজ স্থগিত রাখা বা কোনো মালিক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বা শর্ত সাপেক্ষে তাহার যে কোনো সংখ্যক কর্মীকে কর্মের সুযোগ প্রদানে অস্বীকৃতি, যদি উক্তরূপ বন্ধকরণ, স্থগিতকরণ বা অস্বীকৃতি কোনো শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত হয় বা ঘটে অথবা উহা কর্মীকে চাকরির কতিপয় শর্ত মানিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে করা হয়; এবং

(৬) "লে-অফ" অর্থ কয়লা, শক্তি বা কাঁচামালের স্বল্পতা বা মাল জমিয়া থাকা বা যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা বিকল হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণে কোনো কর্মীকে কর্মে নিয়োজিত করিতে মালিকের ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি বা অক্ষমতা।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত কোনো চাকরি বা কোনো শ্রেণির চাকরির সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো পরিষেবাকে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে জনকল্যাণমূলক সেবা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ কোনো পরিষেবা;

(খ) জননিরাপত্তা বা জনগণের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ কোনো পরিষেবা;

(গ) জনগণের জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো পরিষেবা; এবং

(ঘ) দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সমগ্র দেশ বা ইহার কোনো অংশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় এইরূপ কোনো পরিষেবা।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণা অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং, প্রয়োজনে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার মেয়াদ অনধিক ৬ (ছয়) মাস করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন জারীকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন, কার্যবিধিমালা অনুযায়ী উক্ত অত্যাবশ্যক পরিষেবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৫। **কতিপয় চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নির্দিষ্ট এলাকা ত্যাগ না করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) ধারা ৪ এর অধীন অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে ঘোষিত চাকরির ক্ষেত্রে, সরকার, এইরূপ চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত আদেশে বর্ণিত এলাকা বা এলাকাসমূহ ত্যাগ করা হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিবার জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত কোনো পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের অনুলিপি, কার্যবিধিমালা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির কার্ড ও চাকরি যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন জারীকৃত কোনো আদেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কার্যবিধিমালা মোতাবেক বিষয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৬। **ধর্মঘট, লকআউট ও লে-অফ নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, জনস্বার্থে,—

(ক) কোনো ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে;

(খ) কোনো প্রতিষ্ঠানে লকআউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লকআউট নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে;

(গ) কোনো প্রতিষ্ঠানে লে-অফ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বল্পতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ব্যতীত, লে-অফ ঘোষণা নিষিদ্ধ করিতে পরিবে।

(২) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবার জন্য উপযুক্ত কোনো পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে।

(৩) উক্ত আদেশ, উহা জারির তারিখ হইতে অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং, প্রয়োজনে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার মেয়াদ একাদিক্রমে অনধিক ৬ (ছয়) মাস করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা হইলে যে সকল অত্যাবশ্যক পরিষেবার ক্ষেত্রে উক্ত আদেশটি প্রযোজ্য সেই সকল অত্যাবশ্যক পরিষেবায়—

(ক) চাকরিরত কোনো ব্যক্তি ধর্মঘট আরম্ভ করিতে বা চলমান রাখিতে পারিবেন না;

(খ) নিয়োজিত কোনো প্রতিষ্ঠান লকআউট বা লে-অফ ঘোষণা করিতে বা চলমান রাখিতে পারিবে না।

৭। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) কোনো ব্যক্তি—

(ক) অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত সংঘবদ্ধভাবে বা কোনো যৌথ উদ্দেশ্যে অথবা এককভাবে কোনো আইনসংগত বা যুক্তিসংগত আদেশ অমান্য করিলে, অথবা এইরূপ কোনো আদেশ অমান্য করিবার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিলে, অথবা কাজ করিতে বা কাজ চলমান রাখিতে অস্বীকার করিলে, বা

(খ) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কাজে অনুপস্থিত থাকিলে বা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, বা

(গ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত কোনো আদেশ অমান্য করিলে,

উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি বেআইনি ধর্মঘট আরম্ভ করিলে বা চলমান রাখিলে বা অন্য কোনো প্রকারে এইরূপ কোনো ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনোভাবে উহাকে চলমান রাখিবার

জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি বেআইনি ধর্মঘট চলমান রাখিবার জন্য বা সমর্থন করিবার জন্য জ্ঞাতসারে অর্থ ব্যয়, চাঁদা প্রদান বা সরবরাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বেআইনি লকআউট আরম্ভ করিলে বা চলমান রাখিলে বা অন্য কোনোভাবে উহাকে চলমান রাখিবার জন্য কোনো কাজ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কোনো ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে লে-অফ করিলে বা লে-অফ অব্যাহত রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনার দণ্ড।**—যদি কোনো ব্যক্তি, এই আইন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো চাকরি বা উক্তরূপ শ্রেণির কোনো চাকরিতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান বা প্ররোচিত করেন এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হয় বা সংঘটনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাদানকারী উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **বেআইনি ধর্মঘটের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা।**—(১) এই আইন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো চাকরি বা শ্রেণির চাকরিতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন বেআইনি ধর্মঘট আরম্ভ করিলে বা চলমান রাখিলে বা অন্য কোনো প্রকারে এইরূপ কোনো ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে এইরূপ কোনো ধর্মঘট আরম্ভ করিতে বা চলমান রাখিতে বা অন্য কোনো প্রকারে অংশগ্রহণ করিতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাকরির শর্ত বা বিধান মোতাবেক, এক বা একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১০। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—(১) এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী বা অপরাধ সংগঠনকারী ব্যক্তি যদি কোনো কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক মালিক বা স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী বা পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা অংশীদার, সচিব, কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট বা প্রতিনিধি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা (body corporate) হইলে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় ইহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানি" অর্থে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১১। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।**—(১) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অত্যাবশ্যক পরিষেবার কর্মে নিয়োজিত কোনো শ্রমিক কর্তৃক, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত শ্রম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগের কর্মে নিয়োজিত কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Essential Services (Maintenance) Act, 1952 (Act No. LIII of 1952), অতঃপর রহিতকৃত Act বলিয়া উল্লিখিত, এবং Essential Services (Second) Ordinance, 1958 (East Pakistan Ordinance No. XLI of 1958), অতঃপর রহিতকৃত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত রহিতকৃত Act ও রহিতকৃত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রদত্ত কোনো নোটিশ এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বা জারীকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত Act এবং Ordinance রহিত হয় নাই।

১৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের গত ০২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "The Essential Services (Second) Ordinance, 1958 (East Pakistan Ordinance)" The Essential Services (Maintenance) Act, 1952" আইন দুটিকে একত্রিত করিয়া "অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল, ২০২৩" এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

যেহেতু, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহার বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা আবশ্যক। সেহেতু, "অত্যাবশ্যক পরিষেবা বিল, ২০২৩" মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হইল।

মন্নুজান সুফিয়ান
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd